মেহেরপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আহত ৩, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নের ঢুসারপাড়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মৃত আজাহার আলীর ছেলে মোঃ বানাত আলী (৬৫), তার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন (৩৬) কে এলোপাতাড়ি মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্যামপুর ইউনিয়নের ঢুসারপাড়া গ্রামের বর্গীপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। আহত মোঃ বানাত আলী ও তার ছেলে রফিকুল ইসলামকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মোঃ বানাত আলী ও তার ছেলে রফিকুল ইসলাম বর্গীপাড়া মাঠের পশ্চিম পাশে নিজেদের ধানক্ষেতের ধানের বিচালি বাঁধার কাজ করছিলেন। এ সময় একই এলাকার মৃত আবু তালেবের ছেলে মোঃ মজিবার আলী (৪৫), মোঃ আমির আলীর ছেলে মোঃ ইব্রাহিম (২২), মৃত আবুল কাসেমের ছেলে মোঃ আশিকুর রহমান, মোছাঃ চম্পা খাতুন (৩৫), মোঃ আইয়ুব আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু (২৮) সহ অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি পূর্ব শত্রুতার জেরে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ ও ধারালো হাসুয়া নিয়ে ধানক্ষেতের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে।

আসামিরা মোঃ রফিকুল ইসলামের মাথায় ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপ দেয় এবং বাম হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে কোপ তার বাম হাতের কব্জিতে লেগে গুরুতর জখম করে। এরপর তিনি মাটিতে পড়লে আসামিরা আরও এলোপাতাড়ি মারধর করে।

রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন খাতুন ঘটনাস্থলে গেলে, আসামিরা তার পথ অবরোধ করে, গালাগালি করে, চুল টেনে ধরে এবং শ্লীলতা হানি করে মারধর করে। পরে স্থানীয়রা তাকে ভ্যানযোগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং ভর্তি করে।
বর্তমানে মোঃ রফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মোছাঃ আলতাফন খাতুন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের কারো সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওচি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ করেছেন এবং খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগর থানায় জনসেবা বাড়াতে চালু হলো সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার

এখন থেকে কোন ধরনের জিডি বা অভিযোগ লেখার জন্য সাধারন জনগনকে কোন কম্পিউটারের দোকানে যেতে হবে না। এখন থেকেই এ সকল ধরনের সার্ভিস দেবে থানা।

পুলিশ থানাগুলোকে আরো জনমুখি করার লক্ষ্যে ও সেবার মান বৃদ্ধিসহ সাধারণ জনগনের ভোগান্তি কমাতে চালু করা হলো সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার।

সকল সাধারনণ জনগন এখন থেকে সরাসরি থানায় এসে সকল ধরনের অনলাইন জিডি সহ সকল ধরনের অভিযোগ লিখতে পারবে। আর এ সকল সেবা নিতে এসে দিতে হবে না কোন প্রকার টাকা। একদম ফ্রি ভাবেই সকল সেবা নিতে পারবে এখান থেকে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থানায় সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারের উদ্বোধনকালে এ সকল কথা বলেন, পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম।

এ সময় জনগণের মাঝে নতুন সেবা সাধারন জনগণের মাঝে পৌছিয়ে দেবার জন্য সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, পুলিশ সুপার সার্কেল আব্দুল করিম, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমানসহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।